



আদেশ নং-৬৬

তারিখ : ১৪/০৯/২০২০ খ্রি.

“অফিস আদেশ”

অঙ্গরক্ত যে কোন ব্যক্তিকে তার হোস্টারের সময় থেকে চরিশ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদ এবং The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ৬১ নং ধারার বিধান মোতাবেক সংশৃষ্ট হোস্টারকারী পুলিশ বা অন্য যে কোন কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে কেবল হোস্টারের হান হতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বান দেওয়ার আইনগত অনুমতি আন্দোলন রয়েছে।

এ কার্যালয় দক্ষ্য করছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঙ্গরক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করার চালানপত্রে তার হোস্টারের হান এবং সময় উল্লেখ করা হচ্ছে না। এতে আইনে উল্লেখিত চরিশ ঘন্টার হিসাব নির্ণয়ে বিভিন্ন অবকাশ যেমন রয়েছে, তেমনি সংবিধান ও The Code of Criminal Procedure, 1898 এর অন্দর দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে ফেরতারক্ত ব্যক্তির অনুরুলে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লংঘনের পথ উল্লুক করছে। কোন অঙ্গরক্ত ব্যক্তিকে হোস্টারের চরিশ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থাপন না করার কোন সুযোগ নেই এবং এ ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষীয় অফিস আদেশ (যদি থাকে) কিংবা বিধির (যদি থাকে) অব্যুহাত নেওয়ারও অবকাশ নেই। কেননা তাতে সংবিধান ও সার্বভৌম সংসদ কর্তৃক প্রনীত আইনের লংঘন ঘটবে।

রাস্মামাটি জেলার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অধিকেত্তব্যীন কোন হান থেকে হোস্টারক্ত যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের উপরোক্ত অনুচ্ছেদ এবং The Code of Criminal Procedure, 1898 এর উপরোক্ত ধারা অমান্য করা হলে উক্ত অমান্যকারী পুলিশ কিংবা অন্য যে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যে কোন কর্মকর্তার বিকালে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সংশৃষ্ট সকলকে শ্বরণ করানো যাবে এবং সংশৃষ্ট সকলকে উক্ত সাংবিধানিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা মেনে চলার আদেশ প্রদান করা হচ্ছে। অন্যথায় এ আদেশ লংঘনকারীর বিকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদ এবং The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ৬১ নং ধারার বিধান প্রতিপালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগে এবং জেলার জাস্টিস অফ দি পিস এর আদেশ অমান্য অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আইন প্রয়োগ ও বৈচারিক প্রক্রিয়াগত শৃঙ্খলা অনুসর রাখার উদ্দেশ্যে জনস্বার্থে The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ২৫ ধারার অনুবলে জাস্টিস অফ পিস (Justice of the Peace) এর কর্তৃত্ব বলে রাস্মামাটি জেলার সর্বত্র এই আদেশ জারী করা হল।

দ্বা/-

(এ.এন.এম. মোরশেদ খান)

চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও

জাস্টিস অফ দি পিস

রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা

ফোন: ০৩৫১-৬৪০০০, ৬২০৩৫

তারিখ : ১৪/০৯/২০২০ খ্রি।

স্মারক নং ৪ সি.জে.এম (প্রশা)/২০২০-১৬৫

অনুলিপি :

- ১। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুবীম কোর্ট, ঢাকা। } সব্য আভার্সে
- ২। বিজ জেলা ও দায়রা জজ, রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা। }
- ৩। বিজ অভিযোগ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা। }
- ৪। বিজ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, (সকল) রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা। } আভার্সে ও কর্মার্থে
- ৫। বিজ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, (সকল) রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা। }

অনুলিপি ১: জাতীয় ও কার্যালয়ে (জোষ্টতার জ্ঞানসূরামে নয়)

- ১। ইলেক্ট্রনিক জেনারেল অব পুলিশ, পুলিশ হেড কোর্টার্স, মুলবাড়িয়া ঢাকা-১০০০।
- ২। সচিব, দূরোহিত দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৩। মহা-পরিচালক, বর্ডার গার্ড, বাংলাদেশ।
- ৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন ভবন আগামোগি, ঢাকা।
- ৫। মহা-পরিচালক, মাদকক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা।

অনুলিপি ১: জাতীয় ও কার্যালয়ে (জোষ্টতার জ্ঞানসূরামে নয়)

- ১। সেক্টর কমান্ডার, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, রাস্মামাটি সেক্টর, রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা।
- ২। বিজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা। }
- ৩। পুলিশ সুপার, রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা। }
- ৪। উপ পরিচালক, দূরোহিত দমন কমিশন, রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা। }
- ৫। উপ-পরিচালক, মাদকক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা। }
- ৬। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (সকল), রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা। }
- ৭। উপজেলা নির্বাচী অফিসার, (সকল) রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা। }
- ৮। অফিসার, ইন-চার্জ, (সকল থানা), রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা। }
- ৯। কোর্ট পুলিশ পরিচালক, রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা। }
- ১০। সভাপতি/সম্পাদক, রাস্মামাটি জেলা আইনজীবী সমিতি, রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা। }
- ১১। অফিস কপি।

নিজ কার্যালয় এবং কার্যালয়ের সম্পর্কসূচক দণ্ডের নোটিশ বেরে প্রচারের এবং সংশৃষ্ট কর্মকর্তাগুলিকে অবগত করানোর অনুরোধসহ।

চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও
 জাস্টিস অফ দি পিস
 রাস্মামাটি পার্বত্য জেলা